দর্শনায় প্রত্যাশা শীর্ষক মতবিনিময় সভায়

দর্শনা নাগরিক কমিটির আয়োজনে দর্শনায় চাই স্বপ্নের দর্শনা, এই স্লোগানকে সামনে রেখে দর্শনা পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়রের কাছে দর্শনাবাসির প্রত্যাশা ও করনীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৫ টায় দর্শনা কেরুজ ট্রেনিং কমপ্লেক্সে এ মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক জাহিদুল ইসলাম।

এ অনুষ্টানে অতীথী থেকে বক্তারা আলোচনা করেন,চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আজাদুল ইসলাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু,দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ’ লীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট শহিদুল ইসলাম,দর্শনা পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, চুয়াডাঙ্গ সরকারী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আজিজুল রহমান, দর্শনা পৌর আ’লীগের সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী,দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক উপধাক্ষ মোশারফ হোসেন, বিশিষ্ট সমাজ সেবক আকমত আলী,প্যানেল মেয়র রবিউল হক সুমন,কবি ও সাহিত্যিক আবু সুফিয়ান,কেরু এ্যান্ড কোম্পানির সাবেক এডি এম শেখ শাহাব উদ্দীন,দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডল,সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল,সাধারন সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন,এ অনুষ্টানটি পরিচালনা করেন নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ।বক্তারা বলেন দর্শনার উন্নয়নে দর্শনা পৌরসভাকে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে।
দর্শনার প্রতিটি মহল্লার সমস্যা চিন্হিত করে সমস্যা সমধান করতে হবে।

দর্শনা বাসির স্বপ্ন পৃরনে পৌরসভার মেয়রসহ সংশিষ্ট সকলকে হতে হবে আন্তরিক।সেক্ষেত্রে সবাইকে হতে হবে ঐক্যবদ্ধ।

[redacted]

[redacted]

হামলা চালিয়েছিল। আওয়ামীলীগের সমাবেশে বোমা হামলা চালিয়ে তারা বলেছিল শেখ হাসিনা ভ্যানিটি ব্যাগে করে গ্রেনেড নিয়ে এসে নিজেই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

ঢাকায় সমাবেশ ডেকে মতিউর রহমান নিজামী আর মুজাহিদের ব্যাঙ্গাত্বক হাসি হেঁসে বলেছিল আওয়ামীলীগের অন্তর্দ্বন্দে বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে।

তিনি বলেন, আওয়ামীলীগ পরপর তিনবার রাষ্ট্রিয় ক্ষমতায় আসার পরেও শেখ হাসিনা সেই বোমা হামলার প্রতিশোধ নিতে বলেননি। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকলেও বিএনপির কোনো কর্মসূচীতে নিষ্ঠুরভাবে গ্রেনেড হামলার মত কোনো ঘটনা ঘটানো হয়নি।

ফরহাদ হোসেন বলেন, কে আপনাকে ভোট দিলো কে দিলোনা, এটা না ভেবে দেশের উন্নয়নে সকলকে সাথে নিয়ে কাজ করবেন।

জেলার উন্নয়ন তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মেহেরপুর এখন সারা বাংলাদেশের উন্নয়নের অনন্য জনপদ। মেহেরপুরে ৫৯ কিলো ভৈরব নদ খনন, মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চেকপোষ্ট, বেতার স্টেশন, রেল লাইনের অনুমোদন, ৬৫৩ কোটি টাকা ব্যায়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া রাস্তা নির্মাণ, মেহেরপুর আবহাওয়া অফিস, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড এ্যাক্◌্রিবিশন সেন্টার, টিটিসি নির্মাণসহ বিভিন্ন স্কুল কলেজ মাদ্রাসার সুরম্য ভবণ নির্মাণসহ সদর ও মুজিবনগরের বিভিন্ন রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য এলজিইডির আওতায় ৪৬৮ কোটি টাকা ব্যায়ে উন্নয়ন হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে শেখ হাসিনা দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের দারপ্রান্তে পৌছে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এমপি খোকন বলেন, শেখ হাসিনার দেওয়া প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন। এই দেশকে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন তিনি। সেটি আজ বাস্তবায়ন হয়েছে। গ্রাম আজ শহরে রুপান্তরিত হয়েছে। তাই আগামী ২০২৪ সালের নির্বাচনেও আওয়ামীলীগ ঐক্যবদ্ধ থেকে নেতা কর্মীদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে জেলার ২ টি আসন শেখ হাসিনাকে উপহার দিতে হবে।

ব্যক্তিগত চাওয়ার পাওয়ার উর্দ্ধে থেকে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে শেখ হাসিনার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় না আসলে কি হবে সেটা আপনারা ২০০১ সালের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন। আমরা ২০০১ সালে ফিরে যেতে চাইনা। শেখ হাসনিার উন্নয়নের জয়যাত্রাকে আরো বেগবান করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা এদেশের অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, গৃহহীণদের গৃহ প্রদান, মেঠোপথগুলোকে পিচঢালা পথে রুপান্তর করা, শিক্ষাঙ্গনকে সাজিয়ে তোলা।

প্রতিটি ইউনিয়নে পাড়ায় মহল্লাতে আওয়ামীলীগকে সুসংগঠিত করে দূর্গ গড়ে তুলতে হবে। যেনো স্বাধীনতা বিরোধী এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্তের দালালরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি হিসাব উদ্দীন মিয়া, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক, সহ সভাপতি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্য কেন্দ্রীয় মহিলা আওয়ামীলীগের সদস্য শামীম আরা হিরা, মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, আজিমুল বারী, শাহানা ইসলাম শান্তনা, মিজানুর রহমান, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নুসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বর, আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।